Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আফ্রিকার ভাষা: পরিবার-ভুক্তিকরণ ও অবস্থান নির্দেশ

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জীনাত ইমতিয়াজ আলী
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.3
Pages	33-48
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আফ্রিকার ভাষা: পরিবার-ভুক্তিকরণ ও অবস্থান নির্দেশ

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

Check for updates

১.০ কোনো দেশের বিশেষত উপনিবেশ-উত্তর দেশসমূহের ভাষা-পরিস্থিতি সেই সব দেশের দৃশ্যমান, অলক্ষিত ও অন্তরঙ্গ পটভূমি এবং পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে (Kottak; 1997:300)। সুনির্দিষ্ট দেশগুলির প্রাচীন ইতিহাস, সমাজ-কাঠামো, নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা এবং তাদের লৌকিক ঐতিহ্যও এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসী ও প্রশাসনিক মানসিকতা, উপনিবেশপুষ্ট দেশজ সহযোগী ও মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের উত্থান ও সমাজ-কাঠামোতে তাদের অবস্থান নির্দেশ ছাড়া এ বাস্তবতা পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা যায় না। নির্জিত সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা, নির্বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপনিবেশ-বিরোধী ও স্বাধিকার-প্রত্যাশী মনোভঙ্গিও এ-ক্ষেত্রে সমভাবে বিবেচনায় আনতে হয়। বস্তুত, আফ্রিকার ভাষা-পরিস্থিতির সৃষ্টিতে এই মহাদেশের সমাজ-বিন্যাস ও সমাজ-আশ্রয়ী জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য-অন্বেষী প্রবণতাসমূহই গভীর ও গূঢ় প্রভাব বিস্তার করেছে। চারশ বছরের দাসব্যবসায় (১৪৮১-১৮৬০) এবং উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও শোষণ আফ্রিকাকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত, সুংসবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হতে দেয়নি (সুপ্রকাশ রায়; ১৯৮০:২০)। আফ্রিকার জাতিগত (racial) অনৈক্যও পরিস্থিতিকে আরো জটিল, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও নিয়ত নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের race অভিধা কখনোই আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। কেননা অধিবাসীদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাদের ব্যবহৃত ভাষা, জনগণের অন্তর্গত সামর্থ্য— সর্বত্রই রয়েছে লক্ষণীয় বৈপরীত্য (Foster; 1968:18)। আফ্রিকার জন্যে racial stocks সংজ্ঞার্থই সুপ্রযুক্ত। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানও এ অনাত্মীয়তার চেতনাকে দৃঢ়রেখ প্রতিষ্ঠা দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে আফ্রিকার শতকরা ৯০ জন মানুষকে নিগ্রোয়েড জনগোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু ঘানা-উপকূলের অধিবাসীদের ছাড়া পূর্ব-আফ্রিকার আর-কোনো দেশের কালো মানুষদের এ পরিচয়ে বদ্ধ করা যায় না (প্রাগুক্ত: ১৯)। ইথিওপিয়া, মালি ও নাইজেরিয়ার ককেশীয়রাও বিভিন্ন নৃবর্গে (ethnic group) বিভক্ত এবং কখনো তারা *আমহারা, তিসরে;* আবার কখনো *গাল্লা* সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও ভিন্ন, নিজস্ব নৃবর্গ ও গোত্রের দ্বারাই তা চিহ্নিত।

১.১ আফ্রিকার ভাষাসমূহকে তাৎক্ষণিক বিবেচনায় তিনটি পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায়:

[এক] মহাদেশের অধিবাসীদের নিজস্ব অর্থাৎ, তাদের নৃগোষ্ঠী ও নৃবর্গের মাধ্যমে বাহিত ও ব্যবহৃত ভাষা। আফ্রিকার সকল দেশজ (indeginious) ভাষার ক্ষেত্রে এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

[দুই] অভিবাসী ভাষা। এ সব ভাষার উৎস বহির্মহাদেশীয়; কিন্তু আফ্রিকায় দীর্ঘ অধিবাসের ফলে এগুলি আফ্রিকার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক ভাষাসমূহই উপনিবেশ-উত্তর ও আধুনিক আফ্রিকার ভাষা-সত্তার দ্বিতীয় কম্পোনান্ট বা স্পন্দনে পরিণত হয়েছে। *ইংরেজি, ফরাসি* ও *পোর্তুগিজ* ভাষা এ পরিচয়ে বদ্ধ।

[তিন] ঔপনিবেশিক ও দেশজ ভাষার সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষে সৃষ্ট মিশ্র ভাষা। অর্থাৎ, ক্রেওল ও পিজিনকৃত ভাষা। *ইংরেজি, ফরাসি, পোর্তুগিজ* ও *ডাচ* ভাষার উপর ভিত্তি করে এ সব ভাষার উদ্ভব।

১.২ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, আফ্রিকায় আনুমানিক কয়েক হাজার নৃগোষ্ঠী (ethnic group) ও তাদের ভাষা রয়েছে (*The Cambridge Encyclopedia of Africa*, hereafter *CEA*; 1985:78)। একটি সমীক্ষায় দেখে গেছে, সে-সংখ্যা প্রায় দু-হাজারের মতো। (Foster, 1968:25)। একমাত্র উপ-সাহারা অঞ্চলের ভাষার সংখ্যাই আটশো। আফ্রিকার ভাষা-পরিস্থিতি তাই অত্যন্ত জটিল। ফলে আফ্রিকার ভাষা ও ভাষিক অবস্থান বিশ্লেষণ একটি দুরূহ বিষয়। সে-প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করলে প্রথমেই সমস্যায় পড়তে হয় মহাদেশীয় ভাষাসমূহের পরিবার-ভুক্তিকরণে। সে-ইতিহাসও বেশি দিনের নয়। এ-ক্ষেত্রে পথিকৃৎ প্রতিভা অধ্যাপক জোসেফ গ্রিনবার্গ। তিনি ছয়টি পরিবারে আফ্রিকার ভাষাগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন (১৯৪৯)। তাঁর বিভাজন অনুযায়ী এগুলির চারটি phyla এবং অবশিষ্ট দুটি phylum (CEA; 1985:74)। গ্রিনবার্গের পরিবার-ভুক্তিকরণ (দ্র. CEA: 75-79) এ রকম:

[১] নীলনদ-সাহারা অঞ্চলীয় (Nilo-Saharan);

[২] নাইজার-কর্ডোফানীয় (Niger-Kordofanian);

[৩] কর্ডোফানীয় (Kordofanian);

[৪] নাইজার-কংগো (Niger-Congo);

[৫] খোসিয়ান (Khosian);

[৬] মালীয়-পলেনেশীয় (Malayo-Polynesian)।

গ্রিনবার্গ নাইজার-কর্ডোফানীয় পরিবারকে দুটি উপ-পরিবারে ভাগ করেছেন: (ক) নাইজার-কর্ডোফানীয় ও (খ) কর্ডোফানীয় (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

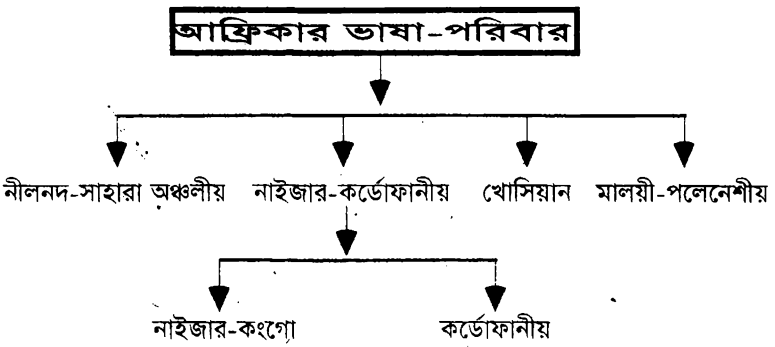

গ্রিনবার্গের বিবেচনা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হিসেবে অবশ্যই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিকেরা লক্ষ করেছেন যে, কর্ডোফানীয় কোনো স্বতন্ত্র পরিবার নয় (*The Encyclepadia of Language and Linguistics*, hereafter *ELL* Vol. 5: 2801)। নাইজার-কংগো পরিবারের একটি বর্গরূপেই কর্ডোফানীয় ভাষাসমূহ গ্রাহ্য। মালীয়-পলেনেশীয় পরিবারের কেবল একটি ভাষা *মালাগসি* (Malagasy) আফ্রিকায় বর্তমান। এ ভাষাকে আমরা আফ্রিকার নিজস্ব ভাষা মনে করি না। *মালাগাসি* মূলত অভিবাসী ভাষা। সে-ক্ষেত্রে আফ্রিকার ভাষামূহের পরিবার-ভুক্তিকরণে নিম্নোক্ত মুখ্য বিভাজনই মান্য (দ্র: *The New Encyclopadia Britanica*, hereafter *NEB*. Vol. 22, 1994: 579-80):

[১] নাইজার-কংগো;

[২] নীলনদ-সাহারা অঞ্চলীয়;

[৩] আফ্রো-এশীয়;

[৪] খোসিয়ান।

নাইজার-কংগো পরিবার

১.৩.০ আফ্রিকার সর্ববৃহৎ ভাষা পরিবার নাইজার-কংগো। প্রায় এক হাজার চারশো ভাষা এ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; আর ভাষিক এলাকা ডাকারের পূর্বাঞ্চল থেকে মোম্বাসা ও কেপ টাউনের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপ্ত (*ELL* 5: 2800)। নাইজার-

কংগো ছটি বর্গে বিন্যস্ত: (১) পশ্চিম অতলান্তিক; (২) মান্দে (Mande); (৩) ভলতা-অঞ্চলীয় (Voltaic); (৪) কোয়া (Kwa); (৫) বেনো-কংগো (Benue-Congo) ও (৬) বান্টু (Bantu)।

পশ্চিম অতলান্তিক

১.৩.১ এ বর্গের ভাষাসমূহের দুটি শাখা: (ক) পশ্চিম-অতলান্তিক ও (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম অতলান্তিক। প্রথম শাখার মুখ্য ভাষা চারটি: *উলুফ* (Wolof), *দিওলা* (Dyola), *বিয়াফাদা* (Biafada) ও *ফুলা* (Fula)। *উলুফ* ও *দিওলা* সেনেগাল, গাম্বিয়া ও ঘানায় এবং *বিয়াফাদা* গিনি-বিসাউতে প্রচলিত। *ফুলা* ভাষাঞ্চল সে-তুলনায় বিস্তৃত এবং সে-সীমা সেনেগাল থেকে মৌরিতানিয়ার উত্তরাংশ ও সুদানের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। দক্ষিণ-পশ্চিম অতলান্তিক শাখার ভাষা হচ্ছে: *লান্দুমা* (Landuma); *তেমনে* (Temee). *লিম্বা* (Limba), *কিসি* (Kissi) ও *গোলা* (Gola)। এগুলির মধ্যে *লান্দুমা* গিনি; *তেমনে* সিয়েরে লিওন; *লিম্বা* সিরে লিওন ও গিনি; *কিসি* সিরে লিওন ও নাইজেরিয়া এবং *গোলা* কেবল লাইবেরিয়াতে কথিত হয়।

মান্দে

১.৩.২ মালিনকে বা মানিন্‌কা সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা মান্দে থেকে এ বর্গের ভাষাগুলির সৃষ্টি (*CEA*; 1984:75)। মান্দে ভাষার সংখ্যা বিশটির অধিক (*The Cambridge Encyclopedia of Language*, herefter *CEL*; 1987:314)। এক কোটিরও বেশি মানুষ *মান্দে* ভাষাসমূহ ব্যবহার করে (ELL-5:2359)। *মান্দে*-দুটি শাখায় বিভক্ত: (ক) পশ্চিম-মান্দে (Western Mande) ও (খ) পূর্ব-মান্দে (Eastern Mande)। পশ্চিম-মান্দের প্রধান ভাষা *বাম্‌বারা* (Bambara), *ভাই* (Vai) ও *মানিন্‌কা* (Maninka); আর ভাষিক এলাকা সেনেগাল ও মালি। সিরে লিওনের *মান্দে*, নাইজেরিয়ার *কেপেলে* (Kepelle) এবং মালি ও বার্নিকা ফাসো (আপার ভোল্টা)-র *সিয়া* (Sya) ভাষা এ শাখাভুক্ত। কোতে দ্য'আইভরি (আইভরি কোস্টে)-র *দান* (Dan). বার্নিকা ফাসো ও ঘানার *বিসা* (Bisa); এবং বেনিন ও নাইজেরিয়ার *বুসা* (Busa) ভাষা পূর্ব-মান্দে শাখার অন্তর্গত।

ভলতা-অঞ্চলীয়

১.৩.৩ পূর্ব-আফ্রিকার ভলতা নদীর অববাহিকায় ভলতাবর্গের ভাষাগুলি প্রচলিত। এ বর্গের উল্লেখযোগ্য ভাষা হচ্ছে: *দোগোম* (Dogom). *দাগারি* (Dagari). *দাগবান* (Dagbani). গুমরা (Gumra). *মোসি* (Mossi). *সিসালা* (Sisala) ও *সেনুফো* (Senufo)। ভাষিক অঞ্চল মালি ও বার্নিকা ফাসো (Burnika Faso)-র দক্ষিণাংশ.

কোতে দ্য'আইভরি (Cote d'Ivory)-র উত্তর-উপকূল, ঘানা, তোগো, বেনিন, নাইজার ও নাইজেরিয়া।

কোয়া

১.৩.৪ পশ্চিম আফ্রিকা, লাইবেরিয়া ও নাইজেরিয়ার এককালীন নিষিদ্ধ ভাষাগুলিই কোয়া বর্গে বদ্ধ। এগুলি হচ্ছে; কোতে দ্য'আইভরির *আকান* (Akan) বা *তৈ-ফানতে* (Twi-Fante) ও ঘানার *আদাংমে* (Adangme)। এ ছাড়াও এ বর্গে রয়েছে *আই-ফন* (Ewe-Fon), *ইউরুবা* (Yoruba), *নুপে* (Nupe), *এদো* (Edo), *ইদোমা* (Idoma), *ইগবো* (Igbo) ও *ইজো* (Ijo) ভাষা।

বেনো-কংগো

১.৩.৫ এ বর্গের ভাষার সংখ্যা ৫৫৭; ভাষাগুলি নাইজেরিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত এলাকায় প্রচলিত (*NEB*-22:753)। বর্গভুক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে নাইজেরিয়ার *কুরামা* (Kurama), *রেশে* (Reshe), *কাম্বারি* (Kambari), *ইয়েসকোয়া* (Yeskwa) ও *বিরোম* (Birom); ক্যামেরুনের *ফুকুন* (Fukun), *মবেম্বে* (Mbembe) ও *কুতেপ* (Kutep) এবং নাইজারের ব-দ্বীপাঞ্চল ও ক্যামেরুনের সীমান্তবর্তী এলাকার *বেকুয়ারা* (Bekwara), *বোকি* (Boki), *এফিক-ইবিবও* (Efik-Ibibio), *ওগোনি* (Ogoni) ও *আবুয়া* (Abua) ভাষিক সংখ্যাধিক্যে উল্লেখযোগ্য। ক্যামেরুন ও দক্ষিণ আফ্রিকার *টিভ* (Tiv) ভাষা এ বর্গের মধ্যেই গণ্য।

বান্টু

১.৩.৬ আফ্রিকার কয়েকশ ভাষা বান্টু বর্গের অন্তর্গত। মধ্য-দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় বান্টু ভাষাসমূহ প্রচলিত। বান্টু-ভাষীরা মুখ্যত দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, জায়ারে (কংগো প্রজাতন্ত্র), উগান্ডা ও কেনিয়াতে বাস করে। 'বান্টু' নামটি প্রথম ব্যবহার করেন অধ্যাপক ভিলহেলম হাইনরিশ ইম্মানুয়েল ব্লিক (*ELL*-1: 370)। তিনি লক্ষ করেন যে, এ বর্গের ভাষায় শব্দমূল (stem) ntu-এর আগে পূর্বপ্রত্যয়-(উপসর্গ) mu [মু]-যুক্ত হলে হয় এক-বচনাত্মক শব্দ। যেমন, mu-ntu: অর্থ মানুষ (man): কিন্তু ba-[বা-] যুক্ত হলে বহুবচনাত্মক শব্দ হয় Ba-ntu এবং এর অর্থ: People বা জনসাধারণ (দ্র. *The Wordsworth Pocket Encyclopadia*, hereafter *WPE*: 1994: 76)। নাইজার-কংগো পরিবারে বান্টু ভাষাসমূহের জেনেটিক বা মূলাবর্তিক সম্পর্ক এভাবে নির্দেশ (ELL-1:803) করা যায়:

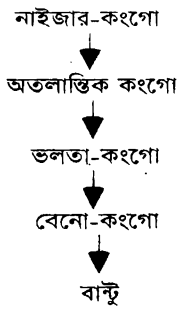

বান্টু ভাষাগুলির মধ্যে ক্যামেরুনের *দিওয়ালা* (Douala), উগান্ডার *গান্ডা* (Ganda), জায়ারে-এর *কংগো* (Congo), জিম্বাবুয়ের *শোনা* (Shona) ও *দেবেলে* (Ndebele); লেসোথোর *সোথো* (Sothu); মোজাম্বিকের *তিসোংগা* (Tsonga); বোৎসুয়ানা ও দক্ষিণ আফ্রিকার *তিসোয়ানা* (Tswana); সোয়াজিল্যান্ডের *সিসোয়াতি* (Siswati) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার *হোসা* (Hosa) ও *জুলু* (Zulu) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *হোসা* ব্যবহৃত হয় কেবল দক্ষিণ আফ্রিকায়; আর ভাষাভারীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ (Katzner; 1995:321)। *জুলু*-ভাষীরা মুখ্যত বাস করে জুলুল্যান্ডে অর্থাৎ, দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে।

বান্টু-বর্গের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা *সোয়াহিলি*। *আরবি* শব্দ সাহিল (Sahil: অর্থ: কূল, তীর) থেকে সোয়াহিলি শব্দের সৃষ্টি। *সোয়াহিলি* আরবি বর্ণমালাতেই লিখিত হয়। এ ভাষার পরিপুষ্টিতেও *আরবি*-র প্রভাব ব্যাপক। এক অর্থে বান্টু ও আরবি-র পিজিনকৃত ভাষারূপ সোয়াহিলি।

বান্টু বর্গের অন্যান্য ভাষার মতো *সোয়াহিলি*-র সংগঠনে উপসর্গের (prefix) বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পূর্বপদে উপসর্গ যুক্ত হয়েই *সোয়াহিলি*-র ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন, ntu শব্দমূল (Stem) এক বচন; এর পূর্বে wa- উপসর্গ যুক্ত হলে বহুবচনাত্মক শব্দ wantu হয়। অনুরূপ, ক্রিয়ামূলের এক বচনের পূর্বে বসে ki-(ki-moja) এবং বহুবচনের পূর্বে vi-(vi-ngine) বসে (*The Oxford Companion to the English Language*, hereafter *OCEL*; 1996:923)।

সোয়াহিলি-র বেশ-কিছু উপভাষা রয়েছে। এগুলির মধ্যে জানজিবুর ও তানজানিয়ার *কিউনগুজা* (Kiunguja), কেনিয়ার *কিমভিটা* (Kimavita) উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রতিপোষণে *কিউনগুজা* বিকশিত হয় (প্রাগুক্ত)। ঔপন্যাসিক জেমস মবোটেলা (James Mbotela) এ ভাষাতেই রচনা করেন (১৯৬৪) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *উহুরু ওয়া ওয়টুমোয়া* (*Uhuru wa Watumwa*) বা দাসদের জন্যে স্বাধীনতা

(*Freedom for the Slaves*)। *সোয়াহিলি* কেনিয়া ও তানজানিয়ার সরকারি ভাষা এবং উগান্ডা ও জায়ারে-এর লিংগুয়া ফ্রাংকা। সেয়াহিলি-ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ (১৯৮০)।

১৯৮০ সনের সমীক্ষা অনুসারে নাইজার-কংগো পরিবারের ভাষাসমূহ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি (NEB-22:751)। এগুলির মধ্যে ৫০ লক্ষের অধিক মানুষ কথা বলে এমন ভাষা এ পরিবারে ছিল মাত্র দশটি। নিচে এগুলির পরিচয় দেওয়া হলো :

ভাষা	বর্গ	ভাষা-ভাষীর সংখ্যা
ফুলানি	পশ্চিম অতলান্তিক	১,১৫,০০০০০
উরুবা	কোয়া	১,৮১,০০০০০
ইবো (ইগবো)	কোয়া	১,৪৭,০০০০০
আকান	কোয়া	৮৬,০০০০০
কংগো	বেনো-কংগো	৬,৩০,০০০০
জুলু	বান্টু	৫,৫০,০০০০
রুয়ান্ডা	বেনো-কংগো	৫,২০,০০০০
হোসা	বান্টু	৫,৩০,০০০০
লুবা	বেনো-কংগো	৫,১০,০০০০
শোনা	বেনো-কংগো	৫,৪০,০০০০

নীলনদ-সাহারা অঞ্চলীয় পরিবার

১.৪.০ সাহারা অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা এবং নীলনদ উপত্যকা ও ভিক্টোরিয়া হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভাষাগুলিকে নীলনদ-সাহারা অঞ্চলীয় পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (*CEA*: 75)। পরিবারবদ্ধ ভাষাগুলিকে গ্রিনবার্গ (১৯৬৩) ছয়টি বর্গে বিভক্ত করেছেন: (১) সংঘাই (Songhai); (২) সাহারা অঞ্চলীয় (Sharan); (৩) মাবান (Maban); (৪) কোমান (Coman/Koma); (৫) ফার (Fur) ও (৬) শারি-নীলনদীয় (Chari-Nile)।

সংঘাই

১.৪.১ নাইজারের মধ্যবর্তী উপত্যকা ও উত্তরের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সংঘাই বর্গের ভাষাগুলি প্রচলিত। এ বর্গের বেশ কিছু উপভাষা রয়েছে। এগুলির মধ্যে

নাইজারের *বেনিন* ও নাইজেরিয়ার *দেনদি* (Dendi) ও *জারমা* (Djerma) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাহারা-অঞ্চলীয়

১.৪.২ এ বর্গের ভাষাগুলি হচ্ছে নাইজার, নাইজেরিয়া, শাদ ও ক্যামেরুনের *কানুরি* (Kanuri); নাইজেরিয়ার *কানেম্বু* (Kanembu); নাইজেরিয়া ও শাদের *দাজা* (Daza) এবং শাদ ও সুদানের *জাগহাওয়া* (Zaghawa)।

মাবান

১.৪.৩ মাবান বর্গের ভাষাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব সাহারার দেশসমূহ অর্থাৎ, মধ্য-আফ্রিকার প্রজাতন্ত্র, শাদ ও সুদানে প্রচলিত। ভাষাগুলি হচ্ছে: *রুংগা* (Runga), *কারাংগা* (Karanga) ও *মাসোয়ালিত* (Maswalit)।

কোমান ও ফার

১.৪.৪ কোমান বর্গের ভাষাগুলি ইথিওপিয়া ও সুদানের সীমান্ত এলাকায় (*NEB*-22: 754) প্রচলিত হলেও ফার-বর্গীয় ভাষাসমূহ কেবল সুদানের দারফার প্রদেশে বর্তমান।

শারি-নীলনদীয়

১.৪.৫ শারি-নীলনদীয় ভাষাগুলি চারটি শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখা পূর্ব-সুদানীয়। এর দুটি উপশাখা: (ক) পশ্চিম-নাইলোটিক ও (খ) পূর্ব-নাইলোটিক। পশ্চিম নাইলোটিক উপশাখার ভাষাগুলি হচ্ছে সুদান ও ইথিওপিয়ার *দিংকা* (Dinka) এবং কেনিয়া ও তানজানিয়ার *লুও* (Luo)। দ্বিতীয় উপশাখার ভাষা কেনিয়া ও তানজানিয়ার *মাসাই* (Massai) এবং উগান্ডার *টেসো* (Teso) এবং সুদান ও মিশরের *নুবীয়* (Nubian)। দ্বিতীয় শাখা মধ্য-সুদানীয়। এর তিনটি উপশাখা: (ক) *বংগা* (Bonga) (খ) *সারা* (Sara) ও (গ) *লুগ্‌বারা* (Lugbara)। *বংগা* সুদানে, *সারা* শাদ ও মধ্য-আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র এবং *লুগ্‌বারা* জায়ারে ও উগান্ডায় প্রচলিত। পূর্ব-নাইলোটিক বর্গের অপর দুটি ভাষা *কুনামা* (Kunama) ও *বেরতা* (Berta) যথাক্রমে ইথিওপিয়া ও সুদান-ইথিওপিয়ার সমান্তবর্তী অঞ্চলে বর্তমান।

নাইলো-সাহারা অঞ্চলীয় পরিবারের ভাষা-সমূহের বিভিন্ন বর্গ ও শাখা এভাবেও নির্দেশ করা যায়:

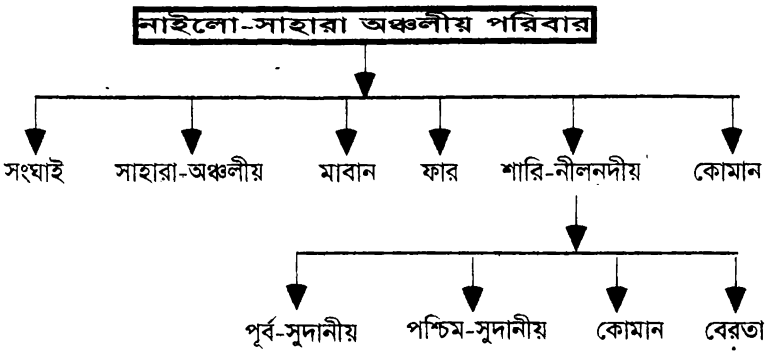

আফ্রো-এশীয় পরিবার

১.৫.০ আফ্রিকার ও পশ্চিম-এশীয় ভাষাসমূহ বিশেষত, প্রাচীন মিশরের ভাষা ও *বেরবের* (Berber) ভাষার সঙ্গে অন্তর্নিবিষ্টতার ফলে আফ্রো-এশীয় পরিবারের ভাষাগুলির উদ্‌ভব ঘটেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যে এই সন্ধি-বন্ধনের কারণে এ পরিবার হামীয়-সেমীয় (Hametic-Sematic) নামেও পরিচিত। এ পরিবারের ভাষার সংখ্যা দুশোর অধিক। ভাষাগুলি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত; [১] সেমীয় (Sematic); [২] বেরবের (Berber); [৩] শাদীয় (Chadic); [৪] কুশীয় (Cushitic) এবং [৫] ওমো অঞ্চলীয় (Omotic)।

সেমীয়

১.৫.১ এ বর্গের অন্যতম ভাষা মিশরীয়। এ ভাষার লিখিত ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই এ ভাষার মৌলিক সংস্কার সাধিত হয়। তখন এর নাম হয় *কপটিক*। উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত *কপটিক* ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে তা কেবল মিশরের মনোফিসাইট খ্রিস্টান-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাষা (*CEL*: 316)। সেমীয় বর্গের *হিব্রু* প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। এ ভাষাতেই খ্রিস্টধর্মের প্রাচীন বিধান *ওল্ড টেস্টামেন্ট* রচিত হয়েছিল (পরেশ মজুমদার; ১৯৯৫:০৯)। *হিব্রু* এ কালে পুনর্জাত হয়েছে এবং তা বর্তমান ইসরাইলের সরকারি ভাষা।

আফ্রিকায় সেমীয় বর্গের একটি ভাষাই ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে; আর তা *আরবি*। উল্লেখযোগ্য যে, মহানবীর নবুয়ত লাভের পঞ্চম বৎসরেই (৬১৫ খ্রি.) মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দল আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) গমন করেন। অতঃপর মুসলমানদের মিশর জয়ের পর উপসাহারা অঞ্চল থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে সেনেগাল, গিনি, মালি, নাইজেরিয়া-সহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ও *আরবি* ভাষার আগম ঘটে (দ্র. *ELL*-4: 1779-81)।

আরবি-র দুটি রূপ: ক্ল্যাসিক্যাল বা চিরায়ত এবং কলোকইয়াল বা কথ্য। *কোরান* শরিফের *আরবি* চিরায়ত *আরবি*-র উৎকৃষ্টি নিদর্শন। আফ্রিকাবাসীদের চিরায়ত ও কথ্য-দুই *আরবি* রীতির সঙ্গেই যুগপৎভাবে পরিচিত হতে হয়েছে। এ অবস্থায় তাদের ধর্মীয় জীবন ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক পরিমণ্ডল হয়েছে প্রভাবিত। সেনেগালের *উলুফ* (Wolof) ভাষা এ জাতীয় প্রভাব, বৈদেশি সম্পদ আহরণ-প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। *উলুফ* থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে এ পরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহজেই নির্দেশ করা যায় (দ্র. প্রাগুক্ত: ১৭৮০)। *আরবি* লুঘাহ্ (Lughaha) *উলুফে* হয়েছে লাঘা (lagha). অর্থ: ভাষা: *আরবি* ফাহ্ম—> *উলুফ* হাম (ham). অর্থ: বিশ্বস্ততা: *আরবি* সাতারা (satara)—> *উলুফ* সুতুরা (sutura), অর্থ: আবৃত করা, ঘোমটা; *আরবি* আল-লাওয়াহ্ (al-lawh)—> *উলুফ* আল্লাউয়া (alluwa) অর্থ: কাঠের টেবিল।

আফ্রিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো অমুসলিম অধিবাসীদের অনুভবগত, চিন্তন ও ভাষিক জীবনে *আরবি*-র গভীর প্রভাব পড়েছে। উলুফ, হাউসা ও ফুলানি গোষ্ঠীর মুসলমানদের মতো অমুসলিম সদস্যরাও মহান ও সর্বোচ্চ শক্তি, এক ও অভিন্ন সৃষ্টিকর্তা অর্থে 'আল্লাহ্' শব্দ গ্রহণ (borrowed) করেছে। বস্তুত, মুসলিম আফ্রিকার সর্বত্রই দেশজ ও মাতৃভাষার উপর *আরবি*-র প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত।

বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কারণে আফ্রিকায় কথ্য *আরবি*-র অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ *আরবি* আবার বিভিন্ন উপভাষা সমন্বিত। এর মাগরিব শাখার ভাষা ও উপভাষাগুলি আলজেরিয়া, মরোক্কো, মিশর, সিরিয়া, মৌরিতানিয়া ও কেনিয়ায় প্রচলিত। ইথিওপিয়ার *আমহারিক* (Amharic), *তিগ্রে* (Tigre) ও *গুরেজ* (Gurage) ভাষা *আরবি*-র প্রভাবে, সমন্বয়ে ও সহাবস্থানে পুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে। মাল্টার ৩ লক্ষ মানুষ *মাল্টা* (Maltese) ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এ ভাষা মূলত *আরবি*-র বিবর্তিত (developed), অন্য কথায়, *আরবি* ও আফ্রিকার ভাষার সমন্বিত ও পরিকল্পিত রূপ (*CEL*; 316)।

বেরবের

১.৫.২ ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের আদিবাসী Barbary থেকে বেরবের (Berber) নৃগোষ্ঠী ও ভাষা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি (*The Complete Reference Encyclopedia*, hereafter *CRE*: 1994:97)। নবম-দশম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ইবন হক (Ibn Hawk) ও আল বাকরি (Al-Bakri)-র রচনায় বেরবেরদের পরিচয় মেলে। কিন্তু ইবন খলদুন (১৩৩২-১৪০৬)-এর *History of the Berbers*-ই তাদের সম্পর্কিত একক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

উত্তর আফ্রিকার প্রায় বিশটি ভাষা বেরবের বর্গভুক্ত; আর ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ (*CEL*: 316)। বেরবের ভাষিক অঞ্চল ও এলাকাভেদে এর বৈচিত্র্য নিম্নরূপ :

[১] দক্ষিণ-পশ্চিম মরক্কোর *তাশিল্‌হিত* (Tashilhit) ভাষা;

[২] মধ্য-মরোক্কোর *তামাজাইত* (Tamazigat) ভাষা;

[৩] মরোক্কোর রিফ পর্বতসংলগ্ন এলাকার *তারিফিত* (Tarifit) ভাষা;

[৪] পূর্ব-আলজেরিয়ার কাবিল অঞ্চলের *তাক্‌বাইলিত* (Taqbaylit) ভাষা;

[৫] দক্ষিণ আলজেরিয়ার সাহারা এলাকার *তামাশিকত* (Tamshiqt) ভাষা।

বেরবের ভাষা লিখিত হয় তিফিনাঘ লাইবিক (Tifinagh Lybic) লিপিতে। কিন্তু ঔপনিবেশিক (ফরাশি) শাসনামলে প্রশাসনিক প্রতিপোষণে এ ভাষা রোমান বর্ণমালায় লেখার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সে-উদ্যোগ সফল হয়নি। *বেরবের* ভাষার স্বরধ্বনি তিনটি: i, u, a [ই, উ, আ]। বেরবের বিশেষ্য পদের সঙ্গে নির্দেশক-অব্যয়ের ব্যবহার অপরিহার্য এবং এ পক্রিয়াতেই বেরবের পুরুষ ও নারী-বাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন, a-frux, অর্থ: ছেলেটি (the boy); ti-frux, অর্থ: মেয়েটি (the girl)। বেরবের ভাষায় কোর্ড সুইচিং ও বোড মিক্‌সিং বর্তমান এবং অঞ্চল ভেদে কখনো *আরবি*, আবার কখনো *ফরাশি* কৃতঋণ শব্দের ব্যবহার-আধিক্য লক্ষণীয়।

শাদীয়

১.৫.৩ আফ্রিকার লেক শাদের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বাংশ বিশেষত, নাইজেরিয়া ও নাইজার প্রজাতন্ত্রের প্রায় ৫০টি ভাষা এ বর্গভুক্ত। শাদীয় বর্গের চারটি শাখা (*ELL*-2: 500) :

[এক] পশ্চিম-শাদীয়। ভাষা: *হাউসা* (Housa), *বোলে* (Bole) ও *বাদে* (Bade)।

[দুই] মধ্য-শাদীয়। ভাষা: *তেরা* (Tera), *মান্দারা* (Mandara) ও *বাশামা* (Bachama)।

[তিন] পূর্ব-শাদীয়। ভাষা: *সোমারি* (Somari), *কেরা* (Kera) ও দাংগালাইয়াত (Danglaiat)।

[চার] মাসা-বর্গীয়। ভাষা: *মাসা* (Masa) ও *জিমে* (Zime)।

হাউসা-র ঔপভাষিক বিভাজন তত্তো স্পষ্ট না-হলেও অন্তত দুটি উপ-ভাষা কল্পন করা যায়:

[এক] পূর্বাঞ্চলের উপভাষা। এগুলির মধ্যে *কানো* (Kano) বিশেষভাবে বিবেচ্য। কেননা এ উপভাষাই হচ্ছে মান (Standard) উপভাষা।

[দুই] পশ্চিমাঞ্চলীয় উপভাষা। এগুলির মধ্যে *সোকোতো* (Sokoto) উপভাষা বিশিষ্ট। *হাউসা* এ বর্গের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ভাষা। প্রায় তিন কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। আফ্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচার-মাধ্যমে, বিশেষ করে বিবিসি, ভয়েস অব অ্যামেরিকা, ডয়েটশ ভেলে (Deutche Welle), রেডিও মস্‌কো ও রেডিও বেজিং থেকে *হাউসা*-য় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় (*ELL*-3: 1526)।

হাউসা-র লিখিত ইতিহাস প্রায় দুশো বছরের। আফ্রিকার *কানুরি, মান্দে, বেরবের, ইওরুবা* ও *ফুলানি* ভাষার শব্দ ছাড়াও *আরবি, ইংরেজি* ও ফরাশি কৃতঋণ শব্দের সমবায়ে হাউসা-র শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ভাষার ২২টি ব্যঞ্জন এবং দুটি দ্বিস্তর (dipthong)-সহ ১২টি স্বরধ্বনি রয়েছে। আদি হাউসা আরবি লিপিতে (? ajam) লিখিত হতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে সে-স্থানে দখল করে রোমানীয় পদ্ধতি (Romanized System)-র লিপি (bookoo)। বর্তমানে এ পদ্ধতিই ব্যবহৃত হচ্ছে (প্রাগুক্ত)।

কুশীয়

১.৫.৪ প্রায় ৪০টি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত এ বর্গের রয়েছে চারটি শাখা: (ক) উত্তর-কুশীয়; (খ) মধ্য-কুশীয়; (গ) দক্ষিণ-কুশীয় ও (ঘ) পূর্ব-কুশীয়। উত্তর-কুশীয় শাখার ভাষা মাত্র একটি *বেজা* (Beja)। সে-ক্ষেত্রে মধ্য-কুশীয় শাখার সদস্যসংখ্যা ছয়: *বিলিন* (Bilin), *জামতা* (Xamta) *আয়োনগি* (Awangi), *কুয়ারা*, (Quara), *কেমান্ট* (Kemant) ও *কান্‌ফাল* (Kunfal)। *ইরাকো* (Iraqw), *গোরোয়ে* (Gorowe), *আরাগোওয়া* (Aragwa), *বুরুংগি* (Burungi) ভাষা দক্ষিণ-কুশীয় শাখায় বিবেচ্য। কিন্তু পূর্ব-কুশীয় শাখার ভাষাগুলিই সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যান্বিত। এগুলির মধ্যে *সিদামো* (Sidamo), *আলাবা* (Alaba), *কামবাতা* (Kambata.) *সোমালি* (Somali) উল্লেখযোগ্য। অঞ্চল ভেদ ও উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কুশশীয় বর্গের ভাষায় রয়েছে পাঁচটি দীর্ঘ ও পাঁচটি হ্রস্বসহ মোট ১০টি স্বরধ্বনি। এর বাক্যগঠন SOV (Subject+Object+Verb) রীতি-আশ্রয়ী (দ্র. *ELL*-2: 799)।

ওমো-অঞ্চলীয়

১.৫.৫ ওমো (Omo) নদীর অববাহিকায় প্রচলিত ভাষাগুলিকে এ বর্গের মধ্যে গণ্য করা হয়। নদীর নামে ভাষাবর্গের নামকরণের এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। বর্গভুক্ত ভাষার

সংখ্যা প্রায় বিশ। ইথিওপিয়ার পশ্চিমাঞ্চল এবং কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এ সব ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে *ওয়ালোমো* (Walamo) ভাষীই বেশি, প্রায় ১০ লক্ষ (*CEL*: 1987: 316)। এ বর্গের *গোংগা* (Gonga) এবং *ওমেটো* (Ometo) ভাষীরাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাদের প্রকৃত সংখ্যা এখনো জানা যায়নি (*ELL*-5; 1994: 2873)।

খোসিয়ান পরিবার

১.৬.০ কালাহারি মরুভূমি সংলগ্ন দেশগুলি অর্থাৎ, নামিবিয়া, বোৎসোয়ানা, জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ্ব ৫০টি ভাষা এ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। হটেনটট সম্প্রদায় খৈ-খৈয়িন (Khoi-khoin) এবং নামিবিয়ার সান (San) সম্প্রদার সমন্বয়ে খোসিয়ান নামকরণ করা হয়েছে (*CEL*: 315)। বুশম্যান ও হটেনটটদের *ক্লিক* (Click), তানজানিয়ার *সানদোয়ে* (Sandwe) ও *হাজা* (Hadza) ভাষা এ পরিবারের পরিধি-অন্তর্গত। এর মধ্যে এমন অনেক ভাষা আছে যেগুলি মাত্র কয়েক হাজার মানুষ ব্যবহার করে। তানজানিয়ার *কোয়াদি* (Kwadi) ভাষার সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম (প্রাগুক্ত: ৩১৬)। খোসিয়ান পরিবারের ভাষাগুলি তিনটি বর্গে বিভক্ত: (ক) উত্তর-খোসিয়ান, (খ) মধ্য-খোসিয়ান ও (গ) দক্ষিণ-খোসিয়ান। উত্তর-খোসিয়ানের প্রধান ভাষা জু (Zhu)। এর আছে তিনটি উপভাষা; আর ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার (*ELL*-4: 1843)।

মধ্য-খোসিয়ান বর্গের দুটি ভাষা *খোয়ে* (Khoe) ও *খোয়ে-খোয়ে* (Khoe-Khoe) ভাষীর সংখ্যা মাত্র ৫০ হাজার। এর অপর দুটি ভাষা *দামা* (Dama) ও *সান্দোয়ে* (Sandwe)-ভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭ হাজার ও ৭০ হাজার (প্রাগুক্ত: ১৮৪৩)। দক্ষিণ-খোসিয়ান বর্গের *কিউই* (Kwi) ভাষীরা একেবারে নগণ্য, মাত্র ২ হাজার ৫০০ জন (প্রাগুক্ত)। খোসিয়ান পরিবারের ভাষাগুলি মুখ্যত স্বর (tone)-প্রধান। এগুলির লিখিত রূপ দানে ইয়োরোপীয় মিশনারিদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ পরিবারের প্রায় ১৫টি ভাষার লেখ্যরূপ তাঁরাই দান করেছেন।

.০১.৭ আফ্রিকার অভিবাসী ভাষাগুলির মধ্যে *মালাগাসি* (Malagasy) প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে ইন্দোনেশিয়া থেকে কিছু মালয়ী-পলিনেশীয় মাদাগাস্কারের জনবসতিশূন্য ও জনবসতি-বিরল দ্বীপগুলিতে গমন করলে (*CEL*: 314) আফ্রিকায় *মালাগাসি* ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। মূল পরিবারের সঙ্গে *মালগাসি*-র বিচ্ছেদ সুদীর্ঘ কালের। ফলে নিজেদের বৃত্ত, উৎসব ও অনুষ্ঠানেই এ ভাষা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া *আরবি* ও প্রতিবেশী আফ্রিকার অন্যান্য ভাষার সঙ্গেই

মালাগাসি-র নৈকট্য অধিক। প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ *মালাগাসি* ভাষা ব্যবহার করে (CEL: 318)। *মালাগাসি*-র বহু উপভাষা থাকলেও মেরিনা (Merina) নৃ-বর্গের উপভাষাই মান উপভাষা।

১.৭.১ *মালাগাসি* অভিবাসী ভাষা হলেও ঔপনিবেশিক চারিত্র তার কখনো ছিল না। ফলে এ পর্বের ভাষা হয়ে *মালাগাসি*-র পরিচয় ভিন্ন। আফ্রিকার অভিবাসী ও ঔপনিবেশিক ভাষা হিসেবে প্রধানত *ইংরেজি*, ফরাশি ও *পোর্তুগিজ*-এরই উল্লেখ চলে। *ইংরেজি* বোৎসোয়ানা, ক্যামেরুন, গাম্বিয়া, ঘানা, লেসোথো, মালয়ি (Malawi), নাইজেরিয়া, সিরে লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের সহযোগী (Statutory) সরকারি ভাষা। *ফরাশি*কে সরকারি ভাষারূপে যে-সব দেশে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে: বেনিন, বার্নিকা ফাসো, বুরুন্ডি, শাদ, কোতে দ্য'আভরি, গ্যাবন, মালি, নাইজার, সেনেগাল ও জায়ারে। এ ছাড়াও আলজেরিয়া, মিশর, মরোক্কো ও তিউনেশিয়ায় ফরাসি-র ব্যবহার ব্যাপক (*OCEL*: 381)। *পোর্তুগিজ* সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে অ্যাংগোলা, কেপ ভার্দে, গিনি বিসাউ, মোজাম্বিক এবং সাও তোমে ও প্রিন্সিপে-তে।

১.৭.২ ক্রেওল ও পিজিনকৃত ভাষাগুলির দ্বৈত পরিচয়। প্রথমত, এ জাতীয় কিছু ভাষার আদর্শ *ইংরেজি*। এগুলিকে তাই ইংরেজি-নির্ভর (English based) ক্রেওল বলা যায়। এ জাতীয় ভাষা হচ্ছে: গাম্বিয়ার *আকু* (Aku), সিরে লিওনের ক্রিও (Krio), লাইবেরিয়ার *ক্রু* (Kru) ও ক্যামেরুনের *কামটক* (Kamtok)।

দ্বিতীয়ত, *ডাচ* (Dutch) নির্ভর ক্রেওল। এ পর্যায়ে একটি ভাষাই গ্রাহ্য; আর তা দক্ষিণ আফ্রিকার *আফ্রিকানস* (Afrikaans)। বস্তুত, আফ্রিকার অভিবাসী ভাষাগুচ্ছ ও মিশ্র ভাষাসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার যোগ্য। বর্তমান শিরোনামায় তা প্রাসঙ্গিক নয় বলে সেগুলির কেবল আভাসই দান করা হলো।

১.৭.৩ আফ্রিকা বস্তুত, তার ঊষর, আরণ্যক, গিরিবর্ত্মময় ও শ্যামল-প্রকৃতি, নদী-উপনদী ও শাখা নদী-বিধৌত নিসর্গের মতোই ভাষার এক বিশাল ও বৈচিত্র্যময় এলাকা। নিজস্ব নৃবর্গীয় বহু ভাষার সঙ্গে আফ্রিকায় অবস্থান করে বিবিধ ঔপনিবেশিক ভাষা; অজস্র উপভাষার পাশাপাশি সেখানে তৈরি হয় বিভিন্ন মিশ্র ভাষা, পিজিন ও ক্রেওল। আফ্রিকা যথার্থই ভাষার অরণ্য, মহারণ্য বলা যায়

পরিশিষ্ট

১.৭.৪ আফ্রিকার ভাষা-পরিবার ও ভাষাসমূহ।

পরিবার/গোষ্ঠী	বর্গ	ভাষা
নাইজার-কংগো	পশ্চিম অতর্লান্তিক	উলুফ, দিওলা, বিয়াফাদা, ফুলা।
	দক্ষিণ-পশ্চিম অতলান্তিক	লান্দুমা, তেমনে, লিম্বা, কিসি, গালা।
	মান্দে	বাম্‌বারা, ভাই, মানিন্‌কা, মান্দে, কেপেলে, সিয়া, দান, বিসা, বুসা।
	ভলতা-অঞ্চলীয়	দোগোম, দাগারি, দাগবানি, গমরা, মোসি, সিসালা, সেনুফো।
	কোয়া	আকান, আদাংমে, আই-ফান, ইউরোবা, নুপে, এদো, ইদোমা, ইগবো, ইজো।
	বেনু-কংগো	কুরামা, রেশে, কামবারি, ইয়েসকোয়া, বিরোম, ফুকুন, মবেমবে, কুতেপ, বেকুয়ারা, বোকি, এফিফ-ইবিবও, ওগোনি, আবুয়া, টিভ।
	বান্টু	দিউয়ালা, গান্ডা, কংগো, শোনা, দেবেল, সোথো, তিসোংগা, তিসোয়ানা, সিসোয়াতি, হোসা, জুলু, সোয়াহিলি।
নীলনদ-সাহারা-অঞ্চলীয়	সংঘাই	বেনিন, দেনদি, জারমা।
	সাহারা-অঞ্চলীয়	কানুরি, কানেম্‌বু, দাজা, জাগহাওয়া।
	মাবান	রুংগা, কারাংগা, মাসোয়ালিত।
	শারি-নীলনদীয়	দিংকা, লুও, মাসাই, টেসো, নুবীয়, বাংগা, সারা, লুগবারা, কানুমা, বেরতা।
আফ্রো-এশীয়	সেমীয়	আরবি, আম্‌হারিক, তিগরে, গুরেজ, মাল্টা।
	বেরবের	তাশিলহিত, তামাজাইত, তারিফিত, তাকবাইলাইত, তামাশিকত।
	শাদীয়	হাউসা, বোলে, বাদে, তেরা, মান্দারা, বাশামা, সোমারি, কেরা, দাংগালাইয়াত, মাসা, জিমে।

আফ্রো-এশীয়	কুশীয়	বিলিন, জামতা, আয়ানগি, কুয়ারা, কেমান্ট, কানফাল, ইরাকো, গোরোয়ে, আরাগোয়া, বুরুংগি, সিদামো, আলাবা, কামবাতা, সোমালি।
	ওমো-অঞ্চলীয়	ওয়ালামো, গোংগা, ওমেটো।
খোসিয়ান	উত্তর-খোসিয়ান	জু
	মধ্য-খোসিয়ান	খোয়ে, খোয়ে-খোয়ে, দামা, সান্দোয়ে।
	দক্ষিণ-খোসিয়ান	কিউই
মালীয়-পলিনেশীয়		মালাগাসি
ক্রেওল-পিজিন		আকু, ক্রিও, ক্রু, আফ্রিকানস।

গ্রন্থপঞ্জি

Cambridge Encyclopedia of Africa, The (CEA), Ronald Oliver & Michael Crowder Ed., 1981; Cambridge University Press: London

Complete Reference Encyclopedia, The (CRE); Revised and updated edition 1994; Bookmart Ltd. Australia

Cambridge Encyclopedia of Language, The (CEL), David Crystal, 1987; Cambridge University Press: New York

Encyclopedia of Language and Linguistics, The (ELL), 1994; Volume 1-10, R.E Asher editor-in-chief, Peragon Press: New York

Foster, Philip J, 1968; *Africa: South of the Sahara*, The Macmilan Company: New York

Katzner, Kenneth; *The Languages of the World*, 1995; Routledge: London

Kottak, Conrad Philip, 1994; *Cultural Anthropology*, Mcgrow-Hill Inc.: New York

New Encyclopadia Britanica, The (NEB), 15th edition 1994: Encyclopadia Britanica. Inc: Chicago

Oxford Companion to the English Language, The (OCEL), Mom MacArthur etd. Abridged edn. 1996; Oxford University Press: Great Britain

পরেশচন্দ্র মজুমদার; ১৯৯৫, *আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে*, দে'জ পাবলিশিং : কলিকাতা

সুপ্রকাশ রায়; ১৯৮০, *পরিভাষা কোষ* (প্রথম খণ্ড), বুক ওয়ার্ল্ড: কলিকাতা

Wordsworth Pocket Encyclopedia, The (WPE), Newly revised edition 1994; Wordsworth Reference: Finland